Downloaded from: justpaste.it/ISfitna

IS Fitna Inside Jail

IS Fitna inside Jail be Careful

কারা অভ্যন্তরে খারাজি আইএসের ফেতনা

বাস্তবের বাস্তবতা ___

কারাগার গুলোতে খারাজি আইএসের ফেতনা সর্বত ভয়াবহ ।

খারাজি ফেতনা দ্বারা মূলত জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয

এর কারণ হচ্ছে একিউ ও আইএসের মানহাযগত পার্থক্য , আইএসের খারাজি আকীদা, তাদের তাকফীরের বাড়াবাড়ি নীতি এবং সারা দুনিয়া। আইএসের ফেতনা সম্পর্কে না জানার কারণে অনেক জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরা তাদের মিথ্যা প্রবাগন্ডায় মানহায পরিবর্তন করতে অনেক সময় বাধ্য হয়

কারাগারে আইএসের ফেতনা মিথ্যা প্রবাগন্ডা ,,

১. কারা অভ্যন্তরে কোন অনলাইন জিহাদী সমর্থক ভাইকে যদি "সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা" হওয়ার কারণে যদি কারাগারে সেলে অনুপ্রবেশ করে

তাহলে সেখানকার খারাজি সম্প্রদায়ের লোকজন ঐ ভাইকে তাদের খারাজী আকীদায় বিশ্বাসী করার জন্য তাদের সেলে আপনাকে থাকার জন্য জোর চেষ্টা করবে আমন্ত্রণ জানাবে

২. প্রথম অবস্থায় তারা আপনার সাথে খুব নম্র ভদ্র ব্যবহার করবে ।

তারপর ধীরে ধীরে গোপনে আপনাকে খারাজি দাওয়াহ্ প্রদান করতে থাকবে

কিন্তু তাদের খারাজী আকীদায় যদি আপনি বিশ্বাসী না হতে পারেন কিংবা তাদের খারাজি সম্প্রদায়ের যদি অন্তর্ভূক্ত না হন

তাহলে শুরু হবে আপনার সাথে খারাপ দূব্যবহার জঘন্য আচরণ আপনার পায়ে পাড়া দিয়ে কথা বলতে তারা দ্বিধা করবে না

৩. কারা অভ্যন্তরে যদি একিউ'র ভাইদের সংখ্যা কম হয় থাকে তারা সংখ্যায় বেশি হয়

সেক্ষেত্রে তারা আপনার সাথে আরো বেশি খারাপ আচরণ করবে

কিন্তু তারপরও তারা আপনার সাথে তেমন কিছু করার চেষ্টা করবে না যদি না আপনি একা হন

কারা অভ্যন্তরে আপনি একা হলে আপনাকে তারা হত্যার হুমকি ও দিতে পারে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নিই

এটাই তাদের আকীদা ও কার্যকালাপ
[না হয় খারাজি হয় না হলে মুরতাদ দ্বীন হয়ে যায়]

৪. খারাজি আইএসের মিথ্যা প্রবাগন্ডার কারণে তাদের কথিত খেলাফত কে বৈধ মনে করে
জিহাদী সমর্থক ভাইদের মধ্যে যারা আবার বিভ্রান্ত হয়ে খারাজি হয়ে যায়

তাদের কে নগদ অর্থ ও হাদিয়া প্রদান করা হয়

৫. শুধু যে অনলাইন জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরই তাদের খারাজি আকিদার আক্রান্ত হয় তা কিন্তু না

জেএমবির অনেক ভাইয়েরা তাদের কথিত খিলাফতের নামে জাহালতকে বৈধ মনে করে খারাজি আকীদার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়

পূর্ব থেকে একিউ ও আইএসের মানহায সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে না জানার কারণে

তাদের চেইন তাকফিরের নীতি মিথ্যা প্রবাগন্ডার কারণে ভিতরে ও বাহিরে অনেক ভাই তাদের খারাজি আকীদার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে

২০১৪ সালের দিকে যখন আইএস ইরাক ও সিরিয়ায় খিলাফতের ডাক দিলো ইরাক ও সিরিয়ার একের পর এক ভূমি দখল করতে লাগলো

তখন অনেক ভাইয়েরা একিউ ও আইএসে মানহাযগত পার্থক্য , তাদের কথিত খেলাফতের নামে জাহালতকে না বুঝার কারণে স্রোতের ঢেউও সে সময় অনেক ভাই গা ভাসিয়ে দিয়ে ছিল ।

আইএসের পুরো পৃথিবীতে তাদের কথিত খেলাফতের নামে জাহেলিয়াতের দাম্ভিকতা মিথ্যা অহংকার পতনের পর তাদের মিথ্যা প্রবাগন্ডা সম্পর্কে জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরা এখন একটু হলে সচেতন হওয়ার কারণে এখন অনেক জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরা সচেতনত হয়েছে

৭. একিউ'র গ্লোবাল মানহাজ সম্পর্কে আল কায়েদা ও আইএসের মানহাযগত পার্থক্য সম্পর্কে , খারাজি আইএসের আকীদা , চেইন তাকফীর , তাদের মিথ্যাচার , ভ্রষ্টতা , বিভ্রান্তি কথিত খিলাফতের নামে জাহালত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে এমন জিহাদী সমর্থক ভাইয়েরা জেএমবির ভাইয়েরা তাদের এ ফেতনা থেকে আল্লাহর রহমতে মুক্ত থাকে

এজন্য জিহাদী সমর্থক প্রতিটি ভাই বোনদের একিউ গ্লোবাল মানহাজ সম্পর্কে লেখাপড়া করাকে আমি আবশ্যক মনে করি

না হলে খারাজি আকীদার মিথ্যাচার প্রবাগান্ডা ও ভ্রষ্টতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

আল্লাহ্ সকল জিহাদী সমর্থক ও তানজিম গুলোকে খারাজি সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুক আমীন

খাওয়ারিজ আইএসের কমন মিথ্যাচার প্রবাগান্ডা

১.আইএসের কথিত খেলাফতের নামে জাহালাতকে বৈধ বানানোর জন্য প্রচারণা

২.মিথ্যা বায়াহ -
তারা আপনাকে বলবে জেএমবি হুজির শীর্ষ নেতারা তাদের সবাইকে বায়াহ দিয়েছে এর ফলে পুরো সংগঠনটি না কি আইএসের অন্তর্গত অথচ জেএমবি হুজির শীর্ষ স্থানীয় কেউ তাদেরকে বায়াহ দেয়নি

বরং জেএমবির দু একজন শীর্ষ স্থানীয় দায়িত্বশীল বাঁদে ।

আর ভিতরে বাহিরে তারা প্রচারণা চালাই
জেএমবির মূল নেতৃত্ব তাদের কে না কি বায়াহ দিয়েছে এমনকি গ্লোবালি এ ধরনের মিথ্যাচার করে আইএস

সিরিয়া ও ইরাকে কথিত খেলাফতের নামে জাহালাত প্রতিষ্ঠা হলে গ্লোবালী অনেক তানজিমের সদস্য একিউ বায়াহ ভঙ্গ করে

তাদের কথিত খেলাফত কে বৈধ মনে করে বিভ্রান্তি তে পড়ে তাদের কে বায়াহ দেয়

কিন্তু এটাকে তারা দলিল বানিয়ে সর্বত্র প্রচার করে এটা মনে রাখতে হবে একিউ মানহাযের অনুসারী কোন তানজিমের আমীর (মূল নেতৃত্ব) কখনোই তাদেরকে বায়াহ দেয় নি একমাত্র নাইজেরিয়ায় বোকা হারাম ব্যতীত

৩.আল-কায়েদা ও তালেবানে সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার প্রবাগন্ডা করবে আপনার কাছ থেকে বায়াহের জন্য

পরিশেষে বলব,,
কারা অভ্যন্তরে খারাজি সম্প্রদায় থেকে দূরে থাকুন তারা আপনাকে একিউ ও আইএসের মানহায সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্ভদ্ধ করবে

আপনি তাদের বিভ্রান্তি মিথ্যাচার প্রবাগন্ডার সঠিক জবাব দিলেই তারা সহজেই তা গ্রহণ করবে না এবং তাদের মধ্যেকার তগুতের অনেক চর বিদ্যামান যার ফলে শত্রুতা কারণে তাগুতের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য আপনার বিরুদ্ধে আইএসের অনেকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে পারে সাবধান !!

তাদের সাথে ভিতরে আল-কায়েদা ও আইএসের মানহাযগত কোন আলোচনার প্রয়োজনে নাই কেননা অনেক সময় এই ধরনের আলোচনার কারণে উগ্র খারাজি সম্প্রদায় আলোচনার বিষয়বস্তু কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে । এরকম অনেক নজির আছে

যার পূর্ণ ফায়দা নিবে কারা কতৃপক্ষ

কেননা ভিতরে জঙ্গিদের সকল কার্যক্রম সাধারণত কারা কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে থাকে ।

কোন ক্লু পেলে জেল সিআইডির মাধ্যমে তথ্যুতের গোয়েন্দা এজেন্সির কাছে সে তথ্য তারা ততক্ষণিক পৌঁছে দেয় ।

যার ফলে জামিনের পর ঐসসমস্ত ঘটনার জন্য অনেক সময় জবাবদিহিতা করতে হতে পারে

এ ধরনের ঘটনার মাধ্যমে আপনার জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ হিসাবে তারা দেখতে পারে

কারা অভ্যন্তরে খারাজি সম্প্রদায়ের সাথে কথাবার্তা ,খাওয়া , চলাফেরা , মতবিনিময় ও তানজিম সংশ্লিষ্ট যেকোন আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত থাকুন না হলে আপনিও পড়তে পারেন গোয়েন্দা নজরদারিতে
আপতত এ পর্যন্ত...

📝 ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ